# সর্ব শক্তিমান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নামে

**বাংলাদেশের সংবিধান, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের নীতিমালা এবং সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালিত হবে,যা সংগঠনের মূলনীতি হিসেবে লিখিত বা অলিখিতভাবে গৃহীত হবে।**

## অনুচ্ছেদ ১ ঃ এই সংগঠনের নাম ও পরিচিতি

**ধারা ০১ :** সংগঠনের বাংলা নাম ঃ- **গোল্ডেন ক্লাব** ।সংক্ষেপে-(**জি.চি**)

**ধারা ০২ :** সংগঠনের ইংরেজি নাম ঃ- **GOLDEN CLUB** ।সংক্ষেপে-( **G.C**)

**ধারা ০৩ :** সংগঠনের বাংলা স্লোগান হচ্ছে ঃ- **"ন্যায় প্রতিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিরোধ সমাজকল্যাণ"** ।

**ধারা ০৪ :** সংগঠনের ইংরেজি স্লোগান হচ্ছে ঃ- **"Establishment of justice Prevention of injustice Social welfare"**

**ধারা ০৫ :** এই সংগঠনের নাম কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়।

## অনুচ্ছেদ ২ ঃ সদর দপ্তর স্থায়ীত্ব

**ধারা ০১ :** আলগী বাজার, ৪নং ঘোসবাগ ইউনিয়ন,কবিরহাট,নোয়াখালী।

**ধারা ০২ :** এটি প্রতিষ্ঠিত ১০.১০.২০২০ইং।বাংলা এবং হিজরী সং

**ধারা ০৩ :** ক্লাবটি এবং এর অফিস হবে আলগী বাজার।

**ধারা ০৪ :** ক্লাবটির পর্যাপ্ত পরিমানে অর্থ যোগার না হওয়া পর্যন্ত ক্লাবের স্থায়ী কোন অফিস হবে না।তবে সংগঠন আকারে ক্লাবটির কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।(এই ধারাটি পরিবর্তন যোগ্য)

## অনুচ্ছেদ ৩ ঃ ক্লাবটি কাদের গঠিত

**ধারা ০১ :** এই ক্লাবটি এলাকার সকল কিশোর-যুবক প্রবাসী এবং এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে যৌথভাবে গঠিত হবে।

**ধারা ০২ :** এই ক্লাবটি আলগীবাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়েও গঠিত হবে।

**ধারা ০৩ :**এটি একটি খেলাধুলা সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবী ও জনকল্যাণমূলক ক্লাব হিসেবে গঠিত হবে ।

## অনুচ্ছেদ ৪ ঃ ক্লাবটির লক্ষ, উদ্দেশ্য, ভবিষ্যত পরিকল্পনা

**ধারা ০১ :** মূল উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য ০১: এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক,সামাজিক,সাংস্কৃতিক,স্বেচ্ছাসেবী এবং জনকল্যাণমূলক সংগঠন।এই সংগঠনের মাধ্যমে তুমি, আমি এবং সহপাঠী বন্ধু মহলের সকলকে একত্রিত কওে সকলের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিসর বৃদ্ধি করে সকলকে ভাতৃত্বেও বন্ধনে আবদ্ধ করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য **০২ :** এটি খেলাধুলা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করবে।

**ধারা ০২ :** উদ্দেশ্য

ধারা :-এটি একটি খেলাধুলা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্লাব।

ধারা :-

এলাকার ধনী গরিব বিবেচনা না করে সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য এই সংগঠনটি কাজ করবে।

ধারা :-

গরিব দুঃখী মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় করার চেষ্টা করবো।

ধারা :-

আমরা সবাই মিলে মিশে একটি সুন্দর সুশীল সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।

ধারা :-

স্ব ইচ্ছাই নিজে রক্তদান করবো এবং অন্যকে রক্তদানে উৎসাহিত করবো।

ধারা :-নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দিবো।

ধারা :-

সংগঠনের মাধ্যমে সমাজকে আলোর পথে নিয়ে যাব।

ধারা :-

সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবো এবং অন্যায়ের বির"দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।

ধারা :-

এই ক্লাবের মাধ্যমে এলাকার বা মহল্লার ছোট বড় এবং সহপাঠীদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতার পরিসর বৃদ্ধি এবং সকলকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য।

ধারা :-

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে ধুমপান ও মাদকদ্রব্য সেবন না করার অনুরোধ করা।এর ক্ষতি সম্পর্কে সকলকে অবগতি করা। দেশের আইনের প্রতি সম্মান করা।

ধারা :-

এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী জনকল্যাণমুলক অরাজনৈতিক ক্লাব, কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত হবেনা।

ধারা :-

এটি একটি অলাভজনক এবং আত্নত্যাগী ক্লাব।

ধারা :-

সমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাল্য বিবাহ্ ও যৌতুকের বির"দ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ধারা :-

সমাজ বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য জনসাধারণ কে উদ্বুদ্ধ করা।

ধারা :-

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম (বৃক্ষরোপণ ও নার্সারি) পরিচালনা করার চেস্টা করো।

ধারা :-

এলাকার যুব উন্নয়নের জন্য খেলাধুলা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

ধারা :-

পল্লী এলাকার কর্মস্থান এর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকার যুবক ও যুবতিদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চেষ্টা করবে (যেমনঃ সেলাই প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কুটির শিল্প ও অন্যান্য বেতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে)।

ধারা :-

এলাকার অসহায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ধারা :-

মা ও শিশু কল্যাণ সহ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে কার্য এলাকার জনগণকে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপরে নানা রকমের পরামর্শ প্রদান করবে এবং সুফল-কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবে।

ধারা :-

এ সংস্থা এলাকার মধ্যে হাঁস-মুরগি ও গরু ছাগলের খামার স্থাপনের ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রকল্প গ্রহণ করবে।

ধারা :-

কার্যএলাকার সংগঠনে বিকাশ ও সদস্য/সদস্যদের উপকারার্থে সমগোত্রীর সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়ণ করবে।

ধারা :-

আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবস্থা করবে এবং মশার হাত থেকে রক্ষার জন্য বাড়ির আশেপাশে ভরা পুকুর, ডোবা, কচুরীপানা ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

ধারা :-

সমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ধারা :-

নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হওয়ার জন্য নারীদের নানা উপদেশমূলক ও বিভিন্ন শিক্ষার জন্য এবং বয়স্ক নারী ও পুরুষদেও শিক্ষার জন্য পাড়ায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করবে।

ধারা :-

সমাজ বিরুধী কাজে বিরত থাকার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন বিনোদন মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং বিনোদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ধারা :-

ধুমপান স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতির এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

ধারা :-

এলাকার জগণের বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরনের লক্ষ্যে এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা।

ধারা :-

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম (বৃক্ষরোপন ও নার্সারি) পরিচালনা করা।

ধারা :-

সরকারী-বেসরকারী অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানামূখী সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকার বাস্তবমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা।

ধারা :-

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বাস্তবমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা।

ধারা :-

এলাকার সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি, জমি ক্রয় কাঠামো নির্মাণ, ভাড়া প্রদান করা এবং স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পরিচালনা করবে।

ধারা :-

ভূমিহীন, দুঃস্থ ও গবীর এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ত্রাণ ও পুনবাসন এর ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন কাযক্রম গ্রহণ করা সহ সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা।

ধারা :-

দেশের যুব উন্নয়নের জন্য খেলা-ধুলঅ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ধারা :-

"ঈদ উৎসব" ঈদের আগের দিন অসহায় গরিবের মাঝে ঈদ প্যাকেজ বিতরন করা।

ধারা :-

রমজান মাসে অসহায় গরিবদের মাঝে ইফতারি সামগ্রী বিতরন করা ও ইফতারি পার্টি আয়োজন করা।

ধারা :-

দেশের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে দুঃস্হ, ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এগিয়ে যাওয়া শীত বস্র বিতরন এবং তহিবল বৃদ্ধি ও সংরক্ষনার্থে দান।

ধারা :-

এলাকার গরীব, অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখা চালিয়ে যেতে সহায়তা বা উদ্বুদ্ব করা এবং বিনামুল্যে বই বিতরন করা।

ধারা :-

ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতার সর্বাধিক বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রণোদিত ও সংগঠিত করা ও মেদাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা।

ধারা :-

সমাজের সবার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

ধারা :-

এলাকার সকল প্রকার খেলাধুলার আয়োজন, অংশগ্রহন ও প্রতিভাবান খেলোয়ারদের প্রশিক্ষন এর ব্যাবস্থা করা। সংশ্লিস্ট খেলায় জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহন করার ব্যবস্থা করা।

ধারা :-

মাদক মুক্ত এলাকা গড়তে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

ধারা :-

এলাকার মাদকাসক্ত, জুয়াড়ি, বখাটে ও অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষে বিনোদন, গনসচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

ধারা :-

যে কোন সেবামূলক কাজে জনগনকে উদ্বুদ্ব করা এবং জনগনকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করা।

ধারা :-

শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জনগণকে বিশেষ তর"ণ ও ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা।

ধারা :-

সামাজিক ও মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠনটি কাজ করা।

ধারা :-

এলাকার দরিদ্র মেধাবী/অশিক্ষিত ছেলে/মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ধারা :-

শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরন বিতরন করা।

ধারা :-

বাল্যবিবাহ প্রতিহত করা এবং যৌতুক প্রথা বন্ধ করা।

ধারা :-

শীতার্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরন ও হত দরিদ্রদের মধ্যে ঈদে নতুন জামা কাপড় বিতরণ করা।

ধারা :-

মাদকাশক্তি ও অপরাধ মূলক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করা।

ধারা :-

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ধারা :-

গুণী এবং সমাজসেবক দেরকে কৃতি সংবর্ধনা দেওয়া।

ধারা :-

অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বির"দ্ধে র"খে দাঁড়ানো।

ধারা :-

ক্ষোভ আক্রোশ প্রতিহিংসার বদলে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

ধারা :-

বৃক্ষ রোপনে উৎসাহী করা (গাছ লাগান পরিবেশ বাচাঁন) বাস্ড়বায়িত করা।

ধারা :-

আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেমনঃ কম্পিউটার, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, সহ উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান।

ধারা :-

এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে আমাদেও এ সংগঠনটি কাজ করবে।

ধারা :-

মতুয়াতত্ত্ব বা হরিতত্ত্ব প্রচার করা।

ধারা :-

মতুয়া সম্প্রদায়ের সর্বসাধারণের মধ্যে পারস্পারিক একটা, সৌহার্দ, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব সহমর্মিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের সার্বজনীন উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

ধারা :-

হরিচাঁদ ও গুর"চাঁদ ঠাকুরের আদর্শ প্রচার করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ও করতে সহায়তা করা।

ধারা :-

প্রকাশন কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকা, ক্যালেন্ডার, লিফলেট বা বই প্রকাশ করা যেতে পারে।

ধারা :-

স্বল্প পরিসরে হলেও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এতে সহায়তা করা। মন্দির ভিত্তিক হতে পারে। যেখানে হরিচাঁদ ও গুর"চাঁদ ঠাকুরের আদর্শ শিক্ষা বিশেষ করে আলোচনা হবে।

ধারা :-

একটি মতুয়া দল গঠন করতে হবে। যারা বিভিন্ন জায়গায় নিমন্ত্রিত হয়ে যাবে এবং লীলামৃতযজ্ঞ বা এই ধরনের অনুষ্ঠান করবে লীলামৃত ও গুর"চাঁদ চরিতের আলোকে। এবং প্রতি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনার সাথে সাথে গুর"চাঁদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা।

ধারা :-

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধানের মতুয়া মত কি হবে তা প্রস্ড়াব ও সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে সহায়তা করা। প্রয়োজনে মতুয়াদের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করতে হবে।

ধারা :-

মন্দির ও সংগঠন ভিত্তিক লাইব্রেরী স্থাপন করা।

ধারা :-

রেডিও বা টিভিতে মতুয়া তত্ত্ব বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ধারা :-

মতুয়া বিধানাবলী পালনের কারণে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া মতুয়াদের পাশে নীতিগতভাবে অবস্থান নেওয়া এবং তা দূরীভূতকরণে সচেষ্ট হওয়া।

ধারা :-

অত্র অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ধারা :-

বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষে মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই করে বৃত্তি প্রদান করা।

ধারা :-

সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বিঃদ্রঃ সংগঠনের কার্যক্রমের প্রয়োজনে সংযোজিত করা হবে পরবর্তিতে।

**ধারা ০৩ :** লক্ষ

**ধারা ০৪ :** ভবিষ্যত পরিকল্পনা

## অনুচ্ছেদ ৫ ঃসদস্যপদের যোগ্যতা/অযোগ্যতাসমূহ

**ক. যোগ্যতাসমূহঃ**

**ধারা ০১ :** সংগঠনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচিতে আস্থা স্থাপনকারী যে কোন মতুয়া সংগঠনের নির্বহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সদস্য হতে পারবে।

**ধারা ০২ :** ক্লাবের সাধারণ সদস্য ও নির্বাহী সদস্যের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ১৫(পনের) বছর হতে হবে এবং সর্বোচ্চ ৪০(চল্লিশ) বছর হতে হবে।

**ধারা ০৩ :** সভাপতি পদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২৫(পঁচিশ) বছর হতে হবে।

**ধারা ০৪ :** উপদেষ্টা পদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩০(ত্রিশ) বছর হতে হবে।তবে বিশেষ বিবেচনায় নির্বহী পরিষদের সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে বয়স ২৫(পঁচিশ) বছর করা যেতে পারে।

**ধারা ০৫ :** বাংলাদেশী আইনে দোষী স্বীকৃত কোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারবে না বা কেউ দোষী সাবস্ত হলে সাজা ভোগ করার পরে সদস্য হতে পারবে।

**ধারা ০৬ :** ছেলে ও মেয়ে উভয় এই ক্লাবের সদস্য হতে পারবে।

**ধারা ০৭ :** সংগঠনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং সংবিধানের সাথে একমত পোষণকারী যে কোন ব্যক্তি সংগঠনের সদস্যদের সম্মতিক্রমে সংগঠনের অন্তভুক্তের জন্য আবেদন করতে পারবে।

**ধারা ০৮ :** বাংলাদেশের যেকোন জেলার এবং যেকোন গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা সংগঠনের অন্তভুক্তের জন্য আবেদন করতে পারবে।

**ধারা ০৯ :** ন্যুনতম জে. এস. সি. অথবা সমমান পাস হতে হবে।অন্যথায় তাকে সংগঠন পরিচালনার মেধাশক্তি থাকতে হবে।

**ধারা ১০:** ভদ্র, রুচিশীল, উদ্যোমী, সদাচারী ও মননশীল হতে হবে।

**ধারা ১১ :** সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের কেউ ভেট না দিলেও সদস্যপদ লাভ করবে। এতে সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের মতামত প্রার্থীর অনুকুলে থাকতে হবে।

**ধারা ১২ :** যেকোন ধরণের সামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তি সংগঠনের সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবে।

**খ. অযোগ্যতা সমূহঃ**

**ধারা ০১ :** যেকোন ধরণের খারাপ ও অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তি সংগঠনের সদস্য পদের জন্য আবেদন করলে সেটা অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

**ধারা ০২ :** বাংলাদেশী আদালত যদি কাউকে দোষী সাবস্ত নাও করে, কিন্তু নির্বাহী কমিটি যদি মনে করে যে তিনি দোষী তবে তিনি সদস্য হতে পারবে না।

## অনুচ্ছেদ ৬ ঃ সদস্যপদ লাভ/ সদস্য নিয়োগের নিয়মাবলী

**ধারা ০১ :** কোন ব্যক্তি সদস্য হতে হলে সর্বপ্রথম সংগঠন/ক্লাব কর্তৃক বিনামূল্যে প্রচারিত আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদনের ভিত্তিতে সদস্যপদ লাভ করিবেন।

**ধারা ০২ :** গোল্ডেন ক্লাবের সদস্য হতে হলে ক্লাবের আইন অনুযায়ী নির্ধরিত ৪টি ফরমে স্বাক্ষর করে তাকে সদস্য হতে হবে।

(ক) গোল্ডেন ক্লাবের সংবিধান

(খ) শর্তসমূহের পেপার

(গ) আবেদন ফরমের পেপার

(ঘ) শপথের পেপার

**ধারা০৩ :** সংগঠনের সদস্য হতে হলে ২০০(দুইশত) টাকা আবেদন ফরমের সাথে জমা দিয়ে সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে হবে এবং সংগঠনটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরবর্তী মাস থেকে যথাক্রমে প্রতি সদস্যকে ১০০(একশত) টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

## অনুচ্ছেদ ৭ ঃ অরাজনৈতিকতা

**ধারা ০১ :** এই সংগঠন সম্পূর্নরুপে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন।সংগঠনের কোন সদস্য যদি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ডকে রাজনৈতির সাথে সম্পৃক্ত করেন বা করার চেষ্টা করেন তবে তাকে উপদেষ্টা মন্ডলীর পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষধ বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে।তবে তার পর্বে কারন দেখিয়ে নোটিশ দিতে হবে।

## অনুচ্ছেদ ৮ ঃ ক্লাবের মূল নীতিমালা

**ধারা ০১:** সংগঠনের নীতিমালা সুপরিবর্তনীয় ।ইহা মূল্য যা কমিটি দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকে।

**ধারা ০২ :** সংগঠন যেকোন পর্যায়ের যে কোন সদস্যকে শাস্তি প্রদানে উৎসাহ বোধ করবে না।

**ধারা ০৩ :** গোল্ডেন ক্লাব সংগঠন অন্য কোন সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে না বরং ভবিষ্যতে বিভিন্ন এলাকায় এই ক্লাবের অঙ্গ শাখা হতে পারে এবং শাখাগুলো প্রধাণ কার্যালয় থেকে পরিচালনা করা হবে।

**ধারা ০৪ :** সংগঠন তার সকল প্রক্রিয়া উন্মুক্ত ও সহজরুপে প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে।

**ধারা ০৫ :** ক্লাবের কোন সদস্য তার ব্যক্তিগত জীবনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ মাদকদ্রব্য ইত্যাদি যে কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য অভিযুক্ত হলে এর জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না বা কোন রকমের সুপারিশ করবে না এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ কখনো হস্তক্ষেপ করবে না তবে তার ব্যক্তিগত জীবনে যদি সেই সংগঠনের শক্তি প্রয়োগ করার ব্যর্থ চেষ্টা কওে তাহলে ক্লাব তার বিরুদ্ধে অব্যশই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**ধারা০ ৬ :** ক্লাব পরিচালনা কমিটি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্লাবটিকে যৌথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

## অনুচ্ছেদ ৯ ঃ সদস্যপদ বাতিল/ স্থগিতের নিয়মাবলী

**ধারা ০১ :** ক্লাবের কোন সদস্য যদি ক্লাব কতৃপক্ষের সাথে ০১(এক) বছর যোগাযোগ না রাখে তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।

**ধারা ০২ :** ক্লাবের কোন সদস্য যদি স্বেচ্ছায় অথবা আইনগত ভাবে সদস্যপদ বাতিল হলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে কোন অর্থ বা কোন কিছু দাবী করতে পারবে না।

**ধারা ০৩ :** ক্লাবের সদস্যপদ বাতিল হলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে অব্যশই পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে।

**ধারা ০৪ :** ক্লাবের কোন সদস্য সংগঠন বিরোধী কোন কার্যকলাপে অন্তভুক্ত হলে।

**ধারা০ ৫ :** কোন সদস্য এক নাগালে ১ বছর বা তার বেশি বা অধিক সময়ে চাঁদা বাকি থাকলে সভাপতি তার সদস্যপদ স্থাগিত রাখার ক্ষমতা রাখবে।

**ধারা০৬ :** বাংলাদেশী আইনে দোষী সাবস্ত হলে সাজা ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সদস্যপদ স্থাগিত হবে এবং অপরাধের প্রকৃতি বুঝে নির্বাহী কমিটি তার সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

**ধারা০৭ :** সংগঠনের অর্থ আত্নসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং মস্তিষ্ক বিকৃত হলে।

**ধারা০৮ :** বাংলাদেশী আইনে যদি কেউকে দোষী সাবস্ত নাও করে, কিন্তু নির্বাহী কমিটি যদি মনে কওে তিনি দোষী তবে তার সদস্যপদ কমিটি বাতিল বা স্থাগিত করতে পারে।

**ধারা০৯ :** যদি কোন সদস্য ক্লাবের নীতি এবং সংবিধান বহির্ভূত কাজ করে তবে তাকে সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল বলে গন্য হবে।

## অনুচ্ছেদ ১০ ঃ সাংগঠনি কাঠামো

ধারা ০১ : **উপদেষ্টা পরিষদ গঠন :-**

(ক) এই সংগঠনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং সমাজের সম্মানীত ব্যক্তি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে গৃহিত হবেন।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

১. উপদেষ্ঠা কাউন্সিল এলাকা/পাড়া/মহল্লা/থানা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়াস নেবে।

২. উপষ্টো কাউন্সিল আজীবন সদস্যরূপে বিবেচিত হবে।

৩. সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে উপদেষ্টা পরিষদ দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবেন।

৪. কোন কাজ পরিচালনায় সভাপতির ত্রুটি হলে উপদেষ্টা পরিষদ সভাপতিকে কারণ দর্শাতে বলবেন।

**ধারা ০২ : কার্যপরিষদ গঠনের নিয়ম :-**

ক্লাবের পরিচালনা কমিটি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্লাবটিকে যৌথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

**সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচন :**

(ক) এই সংগঠনের সকল সদস্যর প্রত্যক্ষ ভোটেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবে।

(খ) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে কার্যকারী পরিষদ গঠন করবেন।

➢ **সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

১. সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্বাবধান করবেন।

২. সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩. উপদেষ্টা মন্ডলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং সংগঠনের সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় থাকবেন।

৪. কার্যকরী পরিষদের কোন কর্মকান্ড সংগঠনের জন্য ক্ষতিকর মনে হলে সভাপতি সেই কর্মকান্ড বন্ধ বা স্থগিত ঘোষনা করতে পারবেন। তবে সে জন্য উপদেষ্টা মন্ডলীর সাথে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে এবং নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে।

৫. সভাপতি সকল প্রকার সভা আহবান করতে পারবেন।

৬. জরুরি সিদ্ধান্ধ গ্রহনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যরা সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী আলোচনা সভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে পাশ করবেন।

➢ **সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

১. সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতিকে সর্বোতভাবে সহায়তা করবেন।

২. কার্যকরী পরিষদের সকল কার্যাবলী তত্বধান ও বাস্তবায়ন সহায়তা করবেন।

৩. কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন অথবা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহন ও

তদারকী করবেন।

৪. প্রতিটি সভায় তিনি সংগঠনের মূখ্য নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

৫. সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি সভায় আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারন করবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

➢ **শিক্ষা সম্পাদকের কাজ :**

১. শিক্ষামূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২. পাঠ্যসূচী ওপ্রশ্নপত্র প্রয়নণ করবেন।

৩. গঠিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কমিটির মাধ্যমে তিনি শিক্ষা বিষয়ক কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন।

**সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অপসারণ :**

(ক) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সংগঠনে লক্ষ ও উদ্দেশ্য, সংবিধান পরিপন্থী কোন কাজ করলে বা তার কাজে সংগঠনের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকলে তাহলে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অবঙ্গা পোষণ করলে সদস্যরা তাকে তার পদ থেকে অব্যহতি দিতে পারবে তবে এতে তিন-চতুর্থংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হবে।

(খ) সভাপতির ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ সদস্যরা উপদেষ্টা পরিষদের কাছে অভিযোগ করবেন এবং সাধারণ সম্পদকের ক্ষেত্রে অভিযোগ করবেন সভাপতি বরাবর উপস্থাপন করবেন।

**কার্যপরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

১. কার্যকরী পরিষদকে পয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করবেন।

২. : কার্যকরী পরিষদ গঠন সভা সার্বিকভাবে পরিচালনা করবেন।

৩. সদস্যদের মধ্যে কোন কারনে মতানৈক্য দেখা দিলে উপদেষ্টা পরিষদ শাসন ব্যবস্থা সাধন করবেন। তবে এক্ষেত্রে সভাপতিকে সভার আহবান করতে হবে।

৪. সদস্য অভাব সদস্য নন এমন কেউ কার্যনির্বাহী পর্ষদে স্থান পাবেন না।

৫. কার্যনির্বাহী পর্ষদের কেউ মৃত্যুবরণ দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি কেউবা বহিস্কৃত হলে সদস্য সভা হতে পদ পূরণ করা হবে।

৬. উপদেষ্টা পর্ষদ সদস্য অন্ড়র্ভূক্তি কার্যনির্বাহী পর্ষদ ব্যবস্থা করবে।

৭. কার্যনির্বাহী পরিষদ ১২জন দ্বারা গঠিত হবে।

৮. কার্যনির্বাহী পর্ষদ সদস্যগণ অনধিক ৫ বছরের জন্য মনোনিত হবেন।

৯. কার্যনির্বাহী সঙ্গে মনে করবে যে, সমস্ত চয়ন শুরু হবে।

১০. কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যগণের ২৫ ভাগ উপদেষ্টা পরিষদ ৫০ ভাগ সদস্যসভা এবং ২৫ ভাগ কার্যনির্বাহী পরিষদ স্বয়ং নির্বাচিত করবে তবে এক্ষেত্রে যেকোন পদের সহঃপদধারী নির্বাচনের বেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ ক্ষমতা লাভ করবে। নতুন সদস্যসভা থেকে নির্বাচিত হবেন।

১১. কার্যনির্বাহী পর্ষদে একই পরিবারের দুজন বা তার অধিক থাকতে পারবেন না।কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন সদস্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারালে তার পদ সরাসরি বিলপ্ত হবে।

**ধারা ৫ : পরিচালনা কমিটি :**

ক) উপদেষ্টা পরিষদ,

খ) নির্বাহী পরিষদ ও

গ) সাধারণ পরিষদ।

ঘ) এই সংগঠন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে। কার্যকরী পরিষদের পদগুলো নিম্নরুপ :

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সধারন সম্পাদক
৪. সহ-সাধারন সম্পাদক
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক
৬. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
৭. অর্থসম্পাদক
৮. সহ-অর্থসম্পাদক
৯. অফিস সম্পাদক
১০. সহ-অফিস সম্পাদক
১১. প্রচার সম্পাদক
১২. সহ-প্রচার সম্পাদক
১৩. শিক্ষা সম্পাদক
১৪. সহ-শিক্ষা সম্পাদক
১৫. ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৬. সহ-ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৭. প্রকাশনা সম্পাদক
১৮. সহ প্রকাশনা সম্পাদক
১৯. মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
২০. সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
২১. সমাজকল্যাণ সম্পাদক
২২. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক

ঙ) বর্তমানে এক বছরের জন্য সংগঠন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে।

সদস্য সংখ্যা

উপদেষ্টা পরিষদঃ ২ (দুই)-৫ (পাঁচ) জন

নির্বাহী পরিষদঃ

১. সভাপতি- ১ (এক) জন
২. সহসভাপতি- ২ (দুই) জন
৩. সম্পাদক- ৪ (চার) জন
৪. সহসম্পাদক- ৪ (চার) জন
৫. ক্যাশিয়ার- ২ (দুই) জন
৬. অঞ্চল প্রতিনিধি (থানা লেভেলে ১ (এক) জন)

চ) সাধারণ সদস্যঃ উন্মুক্ত

ছ) এই পরিষদের কার্যকাল হবে এক বছর।

জ) প্রতি বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিক অনুষ্ঠিত সভায় চলতি কার্যকরী পরিষদ ভেঙ্গে নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হবে।

ধারা ৬ : সংগঠন সম্পূর্ণরূপে অবাণিজ্যিক, অরাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করে পরিচালিত হবে।

ধারা৭ : সংগঠনটি পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ধারা ৮ : উপদেষ্টা কাউন্সিল এর ৫০ ভাগ কার্যনির্বাহী পর্ষদের প্রস্তাবনায় নির্ধারিত হবে।

ধারা ০৯ : উপদেষ্টা কাউন্সিল কার্যত কোন কমিটি ভেঙ্গে দেয়া, কোন সদস্য বা কমিটিকে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন না।

ধারা ১০ : উপদেষ্টা কাউন্সিল প্রস্তাবনা রাখতে পারবেন কিন্তু নির্দেশ প্রদানে অক্ষম হবেন।

ধারা ১১ : উপদেষ্টা কাউন্সিল কোন ভাবেই অর্থনৈতিক ব্যয় সংলাপে আসবেন না, তবে তারা মেয়াদান্তে অথবা সময়তর দাবিতে হিসাব বিবরণী চাইতে পারবেন।

## অনুচ্ছেদ ১১ ঃ সদস্যদের অব্যশই পালনীয় নিয়মাবলি বা মূলনীতি সমূহ :-

## অনুচ্ছেদ ১২ ঃ সংগঠনের তহবিল :-

৬। সংগঠনের সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে জয়েন্ট একাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৭। হিসাব শাখা বার্ষিক বাজেট ঘোষণা করবে।

## অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ সংগঠনের সভা :-

ধারা ১ : সদস্য সভার কোন ব্যক্তি কোন প্রকার লিঙ্গন, ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতিক কিংবা অর্থনীতিক সামাজিকভাবে বিবেচিত হবেন না।

ধারা ২ : সদস্য সভা নির্দিষ্ট নূন্যতমহারে চাঁদা প্রদান করবেন

ধারা ৩ : সদস্য সভা সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।

ধারা ৪ : সদস্যসভার কোন সদস্যের কোন ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সংগঠন জড়াবে না।

ধারা ৫ : কার্যনির্বাহী সদস্যগণ সকল কাজের জন্য সদস্যসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ধারা ৬ : বছরান্তে কার্যনির্বাহী সভা সংগঠনের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রকাশ করবে।

ধারা ৭ : সকল সদস্য সভা সদস্য সংগঠন কর্তৃক বিনামূল্যে প্রচারিত নিবন্ধন ফরম আবেদনের ভিত্তিতে পূরণ পূর্বক সদস্যপদ লাভ করিবেন।

## অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ সংগঠনের সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :-

ভুমিকা : মানুষ মানুষের জন্য, কথাটা অনেক পুরনো। কিন্তু মানুষ হয়েও চোখের সামনে অন্য মানুষের বিপদে আমরা পাশে দাঁড়াতে পারি না। কারণ আমাদের মধ্যে মানবিকতা, স্বইচ্ছা, সমন্বয়, ঐক্যতার প্রচন্ড অভাব। আর সেজন্য মানুষের মাঝে স্বইচ্ছা, সমন্বয়, ঐক্য সৃষ্টির ফলে মানবিকতা জাগ্রত করার জন্য। সামাজিক সংগঠনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আর সে লক্ষ্যে আমরা এক ঝাঁক তরুণ সমাজের দুস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য একটি সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই শুরু **"গোল্ডেন ক্লাবের" অগ্রযাত্রা**। স্বেচ্ছায় রক্তদান, শিক্ষা সেবা প্রদান, চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং দেশের মানুষের যে কোন বিপর্যয়ের মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়াতে গোল্ডেন সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধারা ১: সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা ২: গরিব দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুল ভর্তির সহায়তা প্রদান ।

ধারা ৩: শীতবস্ত্র, ইফতারসামগ্রী, ঈদবস্ত্র বিতরণ।

ধারা ৪: প্রকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ।

ধারা ৫: বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান বিতরণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন।

ধারা ৬: মানসিক ও শারীরিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা করা।

ধারা ৭: পিএসসি-জেএসসি এসএসসি তে জিপিএ পাইভ প্রাপ্তদের সংবর্ধনা। এবং স্কুলের প্রতি ক্লাসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ঈদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান।

ধারা ৮: স্কুল-কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকমের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য গোল্ডেন ক্লাবের পাঠাগার করবো এবং সেখান থেকে বিভিন্ন রকমের বই ৭ থেকে ১৫ দিনের জন্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে।

ধারা ৯: সমাজে কিশোর গ্যাং, সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ ও চাঁদাবাজি দমনে প্রসাশনকে অবহিত করা।

ধারা ১০: মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ক্ষেত্রে এম্বুলেন্স সার্ভিস এর ব্যবস্থা করা হবে।

ধারা ১১: ধূমপান ও মাদক দ্রব্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

ধারা ১২: এলাকায় বিভিন্ন রকমের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ধারা ১৩: বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

ধারা ১৪: বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের পাশে থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করা।

ধারা ১৫: এলাকার গরীব দুঃখী মানুষের পাশে থেকে তাদেরকে সাহায্য করা।

ধারা ১৬: ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা ১৭: বহিরাগতদের এলাকায় প্রভাব বিস্তার এবং টহলদারি তে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া এবং ব্যবস্থা করা।

ধারা ১৮: সমাজ থেকে বেকারত্ব দূরীকরণে ছেলেমেয়েদের কে সাহায্য সহযোগিতা করা।

ধারা ১৯: এলাকার গরীব অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে সহায়তা বা উদ্বত্ত করা।

ধারা ২০: সমাজের সবার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়য়ে তোলা।

ধারা ২১: এলাকায় সকল প্রকার খেলাধুলা আয়োজন অংশগ্রহণ ও খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, উক্ত খেলার সর্বোচ্চ প্রতিভাবন মেধাবী ও সম্ভাবনাময় খেলোয়ারদের জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া।উক্ত খেলায় প্রতিভাবন মেধাবী ও সম্ভাবনাময় খেলোয়ারদের জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

ধারা ২২: মাদক মুক্ত এলাকা করতে প্রসাশনকে সহযোগিতা করা।

ধারা ২৩: এলাকার মাদকাসক্ত, জুয়াড়ি, বখাটে ও অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষে বিনোদন, গণসচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা।

ধারা ২৪: যেকোনো সেবামূলক কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং জনগণকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করা।

ধারা ২৫: এলাকার অসহায় প্রতিবন্ধীদের কারিগরি  প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ধারা ২৬: মা ও শিশু কল্যাণ সহ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে অচেতন এলাকার জনগণকে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে নানা রকমের পরামর্শ প্রদান করব।

ধারা ২৭: শারীরিক ব্যায়ামের জন্য জিম এর ব্যবস্থা করা।

ধারা ২৮: এলাকার মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ধারা ২৯: আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করব।

ধারা ৩০: মশার হাত থেকে রক্ষার জন্য এলাকায় জীবাণুনাশক ও ড্রেন এবং রাস্তার পাশের আবর্জনা পরিস্কার করার ব্যবস্থা করা।

ধারা ৩১: ভবিষ্যতে গোল্ডেন ক্লাব বিভিন্ন গ্রামে তাদের শাখা সংগঠন করার চেষ্টা করবে এবং এর নেতৃত্বে পরিচালনা করা হবে।

## অনুচ্ছেদ ১৮ ঃ সংগঠনের শর্তসমূহ :-

ধারা ১ :ক্লাবের অবস্থানকালীন শর্ত

ধারা ২ :ক্লাবের বাহিরে অবস্থানকালীন শর্ত

ধারা ৩ : ক্লাবের যে কোন অনুষ্ঠানের শর্ত

শর্ত ১: সংগঠনের বর্ণবাদ বৈষম্যবাদ, ধর্মীয় ভেদাভেদ, লিঙ্গবৈষম্য এরূপ যেকোন কিছু চর্চা করা যাবে না।

## অনুচ্ছেদ ১৮ ঃ ক্লাবের আইনসমূহ

ধারা ০১ : সংগঠনের কোন সদস্য একইসাথে দুটি পদ লাভ করবেন না।

ধারা ০২ : সদস্যগণ সংগঠনকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন না।

ধারা০ ৩ : সংগঠন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সচেতনতামূলক সামাজিক সেবাসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

ধারা ০৪ : সংগঠন যুগের চাহিদার এর আকার-লক্ষ্য সম্প্রসারণ করবে।

ধারা ০৫ : সংগঠন দরিদ্র, বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় সামাজিক বনায়ন কিংবা সমন্বিত মৎস্য চাষের মতো ভ্রাতৃত্বমূলক কর্মসূচী সমূহতে সভার মতামতের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত হতে পারে।

ধারা০ ৬ : সংগঠনের নীতিমালা সুপরিবর্তনীয়, ইহা মূল্য যা কমিটির দায়িত্ব ন্যাস্ড় থাকবে।

ধারা ০৭ : সংগঠন যেকোন পর্যায়ের যে কোন সদস্যকে শাস্তি প্রদানে উৎসাহ বোধ করবে না।

ধারা ০৮ : সংগঠন তার সকল পলিসি উন্মুক্ত ও সহজরূপে প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে।

ধারা ০৯ : নীতিমালা একটি ধারাবাহিক সংযোজন। এটির বর্ধন ও কর্তন স্বাভাবিক।

ধারা ১০ : যদি কোন সদস্য ক্লাবের নীতি বহির্ভূত কোন কাজ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা ১১ : ক্লাবের কোনো সদস্য তার ব্যক্তিগত জীবনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ মাদকদ্রব্য ইত্যাদি যে কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য অভিযুক্ত হলে এর জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না বা কোনরকম সুপারিশ পাবে না। এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ কখনো হস্তক্ষেপ করবে না তবে তার ব্যক্তিগত জীবনে যদি সেই সংগঠনের শক্তি প্রয়োগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাহলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।